অবিশ্বাস্য হলেও সত্যি!

১৬ ডিসেম্বর, ১৯৭১। মুক্তিবাহিনী ও মিত্রবাহিনীর কাছে আত্মসমর্পনের উদ্দ্যেশে রেসকোর্স ময়দানে সমবেত হয়েছে পরাজিত পাকিস্তানী হানাদার বাহিনী। ভারতীয় লেঃ জেনারেল জাগজিত সিং অরোরা আর পাকিস্তানী লেঃ জেনারেল নিয়াজী, পাশে মুক্তিবাহিনীর এক তরুন অফিসার, একই সাথে দৃপ্ত পদক্ষেপে এগিয়ে চলেছেন আত্মসমর্পনের জন্য নির্দিষ্ট স্থানটির দিকে। সেই তরুন অফিসারটির কাঁধে ঝোঁলানো অটোমেটিক অস্ত্র, মনে হচ্ছে যে কোন বৈরী পরিস্থিতীর জন্য সে তৈরী। সেই তরুন অফিসারটি আর কেউ নয়, ঢাকা শহরে বর্বর পাকিস্তানী বাহিনীর ত্রাস, ত্রাক প্লাটুনের সংগঠক, মেজর এ, টি, এম হায়দার, বীর উত্তম।

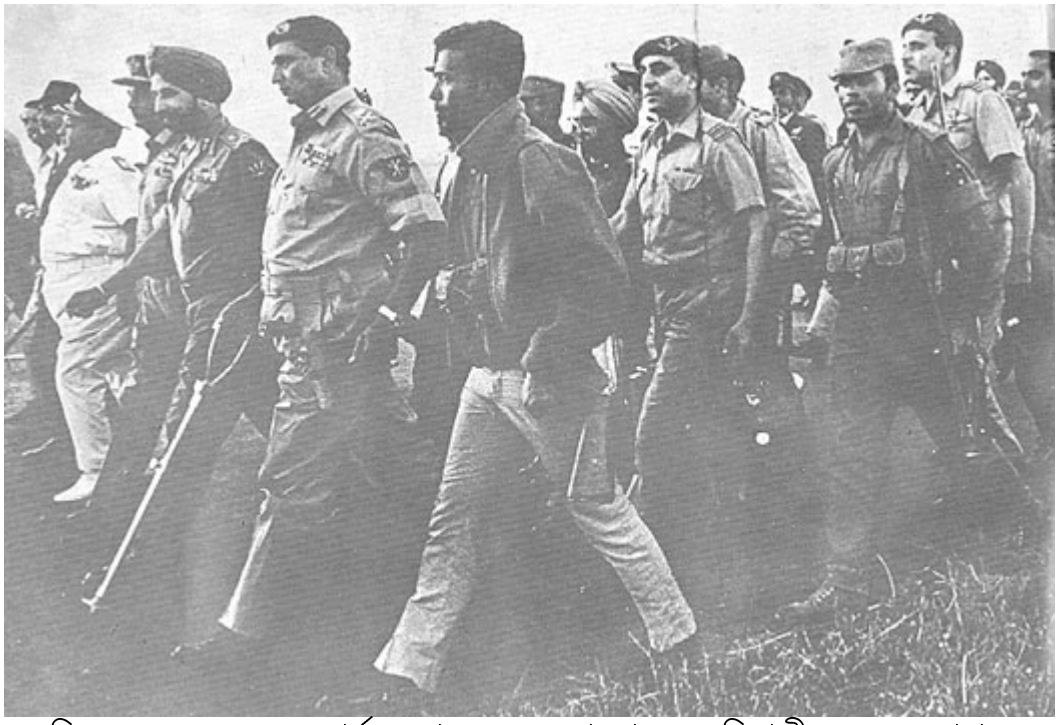

১৬ ডিসেম্বর ১৯৭১, রেসকোর্স ময়দান। মেজর হায়দার, জে় নিয়াজী ও জে় অরোরা।

মার্চ ১৯৭১, কুমিল্লা ক্যান্টনমেন্ট। তৎকালীন ক্যাপ্টেন “হায়দার ছিলেন থ্রি কমান্ডো ব্যাটালিয়নের অফিসার। সামগ্রিক পরিস্থিতী আঁচ করতে পেরে ক্যাপ্টেন হায়দার পাকিস্তানীদের হাতে বন্দি হওয়ার আগেই কুমিল্লা ক্যান্টনমেন্ট থেকে পালিয়ে আসেন। ওই ব্যাটালিয়নে আরেকজন বাঙ্গালি অফিসার ছিল। অন্য বাঙ্গালি অফিসারটি পাকিস্তানীদের প্রতি আনুগত্যের পরাকাষ্ঠা দেখিয়ে ক্যান্টনমেন্টেই থেকে যায়। পরবর্তীকালে মুক্তিযুদ্ধের বিরোধীতায় বেশ দক্ষতার পরিচয় দেয় এই অফিসারটি। পাকিস্তানী সৈন্যদেরকে চট্টগ্রামের স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র দখল করতে সয়াহতা করে সে। আফিসারটি এ সময় মেজর জিয়ার সেনাদলের সাথে সংঘর্ষে আহত হয়। এই ঘটনার পরপরই সে পাকিস্তানে পোস্টিং নিয়ে চলে যায়। অবাক করার মত ঘটনা, জিয়া-পত্নীর শাসনকালে এই অফিসারটি তার মন্ত্রী সভায় জায়গা করে নিতে সক্ষম হয়েছিল!”

মতিনগর ক্যাম্প, ১ লা মে ১৯৭১। বাংলাদেশ থেকে আসা আরো হাজ়ারো মুক্তিপাগল তরুন যুবকের সাথে এখানে আছেন, ঢাকার কৃষি কলেজের ছাত্র, একাত্তুরের গেরিলা জহিরুল ইসলাম। তার বর্ননায়, "আমরা বুঝতে পারছি আজ হয়ত আমাদের শেষ দিন। আজ অথবা কাল আমদের 'হ্যান্ড গ্রেনেড' দিয়ে দেশে পাঠিয়ে দেবে। শুধু মাত্র দুটো গ্রেনেড দিয়ে পাকিস্তান আর্মীর বিরূদ্ধে যুদ্ধ করতে পাঠিয়ে দেবে? আমাদেরকে দেওয়ার মত অস্ত্রশস্ত্র আপাতত ৪র্থ বেঙ্গলের নেই। কিন্তু বিপুল সংখ্যক যুবক প্রতিদিন মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহনের জন্য আসছে তাদের ফিরিয়ে দেওয়া যাচ্ছে না। ফিরিয়ে দিলে বিরূপ প্রতিক্রিয়া হতে পারে। তাই আপাতত শুধু মাত্র ২-৩ দিন গ্রেনেডের উপর ট্রেনিং দিয়ে একটি করে গ্রেনেড দিয়ে পাঠিয়ে দিচ্ছে। তাতে করে যারা আসছে তাদের হতাশ না করে মুক্তিযুদ্ধে সম্পৃক্ত করা হচ্ছে"।

টরেন্টোতে 'একাত্তুরের গেরিলা' জহিরুল ইসলামেরর সাথে লেখক (প্রকৃত তারিখ, ৩০/০৫/২০১০)

কমান্ডো থেকে গেরিলা যোদ্ধাঃ "আমাদের পিছনে একটি উঁচু জায়গায় ক্যাপ্টেন হায়দার বসে আছেন। তার কাধে একটি চাইনিজ ষ্টেনগান। ক্যাপ্টেন হায়দারের ডান হাতটি প্লাস্টার করা ও কাঁধে ঝুলানো। ইতিমধ্যে তার সম্পর্কে যা শুনেছি তাতেই লোকটার প্রতি শ্রদ্ধা হলো তিনি দেশের মুক্তির জন্য আহত অবস্থায় নিরলস কাজ করে চলেছেন। ইতিমধ্যে অনেকগুলি অপারেশন করেছেন"।

গেরিলা যোদ্ধা গড়ার কারিগরঃ "অপারেশনের পাশাপাশি মুক্তি যুদ্ধকে ব্যাপক রূপ দেয়ার জন্য আমাদের মত ছাত্র-জনতাকে গেরিলা যুদ্ধের প্রশিক্ষনে ব্রতী হয়েছেন। এই মানুষটিকে যতই দেখছি ততই অবাক হচ্ছি তার কর্ম স্পৃহা দেখে। আমাদের মত মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়তে চাওয়া যুবকদের প্রতি তার দরদ অপরিসীম। কাঁধে ঝুঁলানো হাতটি নিয়ে তিনি ছুটে বেরাচ্ছেন ক্যাম্প থেকে ক্যাম্পে।

বিদেশ বিভূঁইয়ে এই চরম কষ্ট ও অনিশ্চয়তার দিনে ক্যাপ্টেন হায়দারকে একজন অতি আপন লোক বলে ভাবতে শুরু করেছি। তিনি সব মুক্তিযোদ্ধার অতি আপন লোকে পরিনত হয়েছেন। আমাদের প্রথমে মতিনগর থেকে কাঠালিয়া নিয়ে গেলেন। কোথায় যাচ্ছি আমারাও জানি না। যেহেতু ক্যাপ্টেন হায়দার সঙ্গে আছে, আমরা নিশ্চিন্ত। এখন সব দায়দায়িত্ব তার"।

মেলাঘর ক্যাম্প থেকে ঢাকার পথেঃ " ইতিমধ্যে ছোট ছোট দুই-একটি দলকে গেরিলা যুদ্ধে দেশের অভ্যন্তরে পাঠানো হয়েছে। আমরাও ব্যাকুল হয়ে অপেক্ষা করছে সেই ক্ষনটির জন্য। মেলাঘর ক্যাম্প ত্যাগ করতে করতে প্রায় ১১টা বেজে গেল। ক্যাপ্টেন হায়দার এবং তার ড্রাইভার সহ আমরা ১২ জন যাত্রী"। ক্যাপ্টেন হায়দার সীমান্ত থেকে একমাইল দূরে আমাদের নামিয়ে দিলেন। "হাতটি ধরে রেখেই বাঁ হাতটি কাঁধে রাখলেন। জোড়ে চাপ দিয়ে বললেন,
-আই উইশ ইয়ু ভেরি গুড লাক। বি কেয়ারফুল"।

একাত্তুরের গেরিলা জহিরুল ইসলামের মত এই মেলাঘর ক্যাম্পেই আরো প্রশিক্ষন গ্রহন করেন শহীদ রুমী, গায়ক আযম খান, সামাদ, চুল্লু, মায়া'রর মত 'ক্রাক প্লাটুনের' সব দূর্ধষ গেরিলারা।

ঢাকা, ২২ ডিসেম্বর ১৯৭১। বিজয় দিবসের কিছু দিন পর থেকেই জহির ভাইয়ের ভাষায়, বঙ্গবন্ধুর অবর্তমানে "অবস্থা ক্রমেই টেন্স হয়ে উঠে। ভারতীয় বাহিনী মুক্তিযোদ্ধা দলগুলিকে অস্ত্রহীন করতে পারে এরকম সংশয় দেখা দিল। ভাল ভাল অস্ত্রগুলি কোথাও লুকিয়ে রাখতে মেজর হায়দার আমাদের পরামর্শ দিলেন। পরামর্শ অনুযায়ী কিছু অস্ত্র-শস্ত্র বিভিন্ন স্থানে লুকালাম। পরিস্থিতির এতই অবনতি হল যে এক রাতে মেজর হায়দার রাত্রি যাপনের জন্য আমাদের ক্যম্পে এলেন। (বলা বাহুল্য বঙ্গবন্ধু দেশে ফিরে এলে রাতারাতি পরিস্থিতির উন্নতি হয়)"। উল্লেখ্য, ১৯৭১ সালে মেজর হায়দার, ক্যাপ্টেন থেকে মেজর পদে প্রমোশন পান।

ঢাকা, ৭ নভেম্বর, ১৯৭৫। কর্নেল তাহেরের নেতৃত্বে তথাকথিত সিপাবী বিপ্লবের নামে হঠকারিতার ফলে, খালেদ মোশাররফ আর শাফায়াত জামিলের বহুল আলোচিত 'চেইন অফ কমান্ড প্রতিষ্ঠার' অভিযান বা ৩রা নভেম্বরের পালটা অভ্যুথ্যান ব্যার্থ হয়ে যায়। এই দিন সকালে শেরে বাংলা নগরে অবস্থিত ১০ম বেঙ্গলের লাইনে, ২য় ফিল্ড আর্টিলারির উচ্ছৃংখল সৈনিকদের হাতে, ততকালীন লেঃ কর্নেল হায়দার, বীর উত্তম এবং মুক্তিযুদ্ধের দুই সেক্টর কমান্ডার ব্রিগেডিয়ার খালেদ মোশাররফ, বীর উত্তম ও কর্নেল হুদা, বীর উত্তম; নির্মম ভাবে নিহত হন! আজও পর্যন্ত এই হত্যাকান্ডের কোন বিচার হয় নাই!

দুখঃজনক দিক হচ্ছে, **মুক্তিযুদ্ধের এই তিন বীর সেনানী'কে কাপুরুষের মত হত্যা করেই হত্যাকারীরা ক্ষ্যান্ত হয় নাই, এই ঘৃন্য হত্যাকান্ডকে 'জায়েজ' করার জন্য, তিন বীর মুক্তিযোদ্ধাকে ভারতীয় দালাল বলে অপপ্রচার করা হয় এবং তারচেয়েও দুখঃজনক হচ্ছে এই অপপ্রচারের বিরুদ্ধে, এই বীরের হাজার হাজার সহযোদ্ধার এত বছরের অসহনীয় নীরবতা!**

একমাত্র 'একাত্তুরের গেরিলা' গ্রন্থেই আমরা বিশিষ্ট মুক্তিযোদ্ধা জহিরুল ইসলামের কাছ থেকে এই অসামান্য বীর মুক্তিযোদ্ধা ও গেরিলা সংগঠক এবং তার অবদান সম্পর্কে বেশ কিছু তথ্য জানতে পারি। কর্নেল শাফায়াত জামিল'ও তার গ্রন্থে তৎকালীন ক্যাপ্টেন হায়দার সম্পর্কে কিছু তথ্য দিয়েছেন। সম্প্রতি হুমায়ুন আহমেদ এক উপন্যাসে নেত্রকোনার এক গ্রামের বর্ননায় লিখেছেন, এই গ্রামেই নিভৃতে ঘুমিয়ে আছেন, বীর মুক্তিযোদ্ধা এ, টি, এম হায়দার।

লেঃ কর্নেল হায়দার, বীর উত্তম এবং ক্যাপ্টেন সিতারা বেগম, বীর প্রতীক হচ্ছেন আপন ভাই-বোন। এই দুই ভাই-বোন'ই হচ্ছে, আমাদের **মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসে সাহসিকতার জন্য ভাইবোনের পদকপ্রাপ্তির একমাত্র উদাহরন। অবিশ্বাস্য হলেও সত্য, এই অসমান্য বীর মুক্তিযোদ্ধা ও গেরিলা সংগঠক, যিনি ৭১ সালে জীবন বাজি রেখে পাকিস্তানীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছেন এবং পরবর্তীতে ভারতীয় সেনাদের বাড়াবাড়ির প্রতিবাদ করেছেন এবং প্রয়োজনে ভারতীয় সেনাদের বিরুদ্ধে গেরিলা যুদ্ধের প্রাথমিক প্রস্তুতি নিয়েছিলেন, তারই কপালে কিনা জুটল, ভারতীয় দালালের কালিমা!** এই চরম মিথ্যাচার ও অপবাদ সহ্য করতে না পেরে, ৭৫ এর পর থেকে ক্যাপ্টেন সিতারা বেগম, বীর প্রতীক স্বেচ্ছানির্বাসনে প্রবাসে আছেন।

'একাত্তুরের গেরিলা' বইয়ের লেখক মুক্তিযোদ্ধা জহিরুল ইসলাম, এই অসাধারন বীর মুক্তিযোদ্ধাকে ৭১ সালে নিকট থেকে দেখেছেন। তিনি বীর মুক্তিযোদ্ধা হায়দার'এর জীবনের উপর তথ্য সংগ্রহ ও লিপিবদ্ধ চেষ্টা করছেন। আসুন, আমরা সবাই আমাদের সাধ্যমত এই মহতী উদ্যোগে যোগ দেই। আর বীর মুক্তিযোদ্ধাদের বিরূদ্ধে এই ধরনের সব মিথ্যা অপবাদের বিরূদ্ধে সক্রিয় হই।

তথ্য সূত্রঃ

১। একাত্তুরের গেরিলা, জহিরুল ইসলাম
২। একাত্তুরের দিনগুলি, জাহানারা ইমাম
৩. বাংলাদেশঃ রক্তাক্ত অধ্যায় ১৯৭৫-৮১; ব্রিগেডিয়ার সাখাওয়াত হোসেন
৪। একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ রক্তাক্ত মধ্য-আগষ্ট ও ষড়যন্ত্রময় নভেম্বর, কর্নেল শাফায়াত জামিল

http://www.bdshots.com/v/Bangladesh/1971/General+Aurora_+General+Niazi+and+Major+Hayder+prior+to+surrender.jpg.html

নাজমুল আহসান শেখ, ৬ ডিসেম্বর ২০১০, সিডনী, Victory1971@gmail.com